ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন

সারসংক্ষেপ

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান
পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন

ফারহানা রহমান, *রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

মো. সাজেদুল ইসলাম, *ডাটা অ্যানালিস্ট, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বিশেষ সহযোগিতা ও কৃতজ্ঞতা

ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ে জড়িত সনাক এবং ইয়েস সদস্যদের নিকট আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই যাচাই বাছাইয়ে জড়িত টিআইবি'র সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের ঢাকা ও মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পর্যালোচনা প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবেদনের উৎকর্ষ সাধনে অবদান রাখার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মাহফুজুল হক ও অন্যান্য সহকর্মী, সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক ফারহানা ফেরদৌস, কোঅর্ডিনেটর কাজী শফিকুর রহমান, কোঅর্ডিনেটর মো. আতিকুর রহমান, কোঅর্ডিনেটর মো. নুরুল ইসলামসহ অন্যান্য সহকর্মী এবং আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২; ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: https://www.ti-bangladesh.org

১. প্রেক্ষাপট

দারিদ্র্য বিমোচন বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)'র দারিদ্র্য ও বৈষম্য সংশ্লিষ্ট লক্ষমাত্রায় ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং দারিদ্র্যের হার ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রমের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি অগ্রাধিকারভুক্ত পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া দরিদ্র জনেগোষ্ঠীর মধ্যে নারীরা অন্যদের তুলনায় বেশি এবং বহুমুখী প্রতিকূলতার শিকার হওয়ায় দুঃস্থ নারীর দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচি অন্যতম, যা ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট বা দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) নামে পরিচিত ছিল।

ইতোপূর্বে ভিজিডি কর্মসূচির প্রভাব, অন্তর্ভুক্তি ও বিতরণে সুশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা হলেও দুঃস্থ নারীদের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচনে অন্তর্ভুক্তি ও বর্জন সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি কতটুকু অনুসরণ করা হচ্ছে এ নিয়ে মাঠপর্যায়ে সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে টিআইবি সর্বপ্রথম ২০১৫ সালে নির্বাচিত উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই বাছাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যার উদ্দেশ্য উপকারভোগী নির্বাচনে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় পরিচালিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর সহায়তায় ইয়ুথ এনগেজমেন্ট এন্ড সাপোর্ট (ইয়েস) সদস্যগণ বিগত তিন চক্রে (২০১৯-২০২০, ২০২১-২০২২, ২০২২-২০২৩) সর্বমোট ৪৩টি জেলার অন্তর্ভুক্ত ১০১টি উপজেলার তালিকা যাচাই বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করে।

২. প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য, বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং পরিধি

উদ্দেশ্য:

- ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনের বিভিন্ন শর্তাবলি সংক্রান্ত পরিপত্রের সীমাবদ্ধতা ও মাঠপর্যায়ে প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা;
- টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত উপকারভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাই কার্যক্রমের কার্যকরতা নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করা;
- প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য নীতিনির্ধারণী ও দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রস্তাব করা।

বিশ্লেষণ পদ্ধতি: এটি মূলত পরিমাণগত পর্যালোচনা প্রতিবেদন যেখানে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সনাক কর্তৃক পরিচালিত ভিডব্লিউবি/ভিজিডি'র উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ের তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ এ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিধি: প্রযোজ্য শর্তাবলির মধ্য থেকে পরোক্ষ তথ্য নির্ভরশীল ভিজিডি/ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির অযোগ্যতার দুইটি শর্তের (১. নতুন তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে বিগত এক/দুইটি চক্রে কোনো উপকারভোগী একই সুবিধা পেয়েছে কি না এবং ২. নতুন তালিকার কোনো সদস্য সরকার প্রদেয় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় বিধবা ভাতা বা বয়স্ক ভাতা পেয়েছে কিনা) ভিত্তিতে যাচাই বাছাই করা হয়েছে। তিনটি চক্রে সর্বমোট ৪৩টি জেলার ১০১টি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ৯৪৮টি ইউনিয়নের ৩,৭৭,৪৫৫ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ের তথ্য এ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন: বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

৩.১ উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ব্যত্যয় বা চ্যালেঞ্জ

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ভিডব্লিউবি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তিতে ঘুষ, রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, ভোট প্রাপ্তির আশা, ইত্যাদি অব্যাহত থাকায় প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন ঝুঁকির সম্মুখীন। এছাড়া প্রচারণার ঘাটতির কারণে অনেক দুঃস্থ নারী কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে না পারায় সকল দুঃস্থ নারী আবেদন না করার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অযোগ্য নারীর আবেদন করার ও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়া পরিপত্র পর্যালোচনা করেও কিছু সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জসমূহ অনেক সময় উপকারভোগী নির্বাচনে ত্রুটি ও অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করে। অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ ও খানার সর্বোচ্চ মাসিক আয় কত হবে তার উল্লেখ নেই এবং আবেদন ফরমেও এ বিষয়ে তথ্য নেওয়া হয় না। আবেদনকারীর তথ্য প্রাথমিকভাবে যাচাই বাছাইয়ের মূল দায়িত্ব ওয়ার্ড কমিটির হলেও, এ কমিটিতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, সচেতন নাগরিক, পেশাজীবী গোষ্ঠী এবং দরিদ্র

ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে অনুপস্থিত। এছাড়া অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির সদস্য কারা হবে তা পরিপত্রে স্পষ্ট করা হয়নি।

৩.২ টিআইবি কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই: ত্রুটি ও সংশোধন

২০১৯-২০২০ চক্রে ৪৩টি জেলার অন্তর্ভুক্ত ৯৬টি উপজেলার ৯০১টি ইউনিয়নের ১,৮৭,৯৬৩ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করে সর্বোচ্চ ত্রুটি (৩.৬৩ শতাংশ) পাওয়া যায়। পরবর্তী চক্রগুলিতে যাচাই বাছাইয়ে ত্রুটির পরিমাণ কমতে থাকে যা টিআইবি পরিচালিত যাচাই বাছাইয়ের ইতিবাচক প্রভাব নির্দেশ করে। ২০২৩-২০২৪ চক্রে অন্য চক্রের তুলনায় উপকারভোগীদের মধ্যে বিধবা ও বয়স্ক ভাতা এবং বিগত চক্রে ভিজিডি ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর শতকরা হার এবং মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটির শতকরা হার হ্রাস পেয়েছে (সারণি ১)।

সারণি ১: বিভিন্ন চক্রের উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ে প্রাপ্ত ত্রুটির চিত্র

চক্র	বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি হার (%)			
	মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটির শতকরা হার (সংখ্যা)	পূর্ববর্তী চক্রে ভিজিডি কার্ড প্রাপ্ত উপকারভোগীর শতকরা হার (সংখ্যা)	একই চক্রে বিধবা ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর শতকরা হার (সংখ্যা)	একই চক্রে বয়স্ক ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর শতকরা হার (সংখ্যা)
২০১৯-২০২০ (n=১,৮৭,৯৬৩)	৩.৬৩ (৬,৮২৩)	৩.৩৪ (৬,২৭২)	০.১৯ (৩৬২)	০.১০ (১৮৯)
২০২১-২০২২ (n=৯৫,৭৭৩)	৩.০২ (২,৮৯২)	২.৬৬ (২,৫৪৪)	০.২৪ (২৩৪)	০.১২ (১১৪)
২০২৩-২০২৪ (n=৯৩,৭১৯)	২.৪১ (২,২৫৯)	২.২০ (২,০৬২)	০.২০ (১৯১)	০.০১ (৬)
'n' তালিকাভুক্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা নির্দেশ করছে				

বিভিন্ন চক্রের যাচাই বাছাইয়ে প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ২০২৩-২০২৪ চক্রে সর্বোচ্চ সংশোধন হয়েছে যা টিআইবি'র যাচাই বাছাই কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা প্রকাশ করে। এ চক্রে উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটি পাওয়া গিয়েছিল ২.৪১ শতাংশ এবং এর বিপরীতে সংশোধন করা হয়েছে ৯২.৬১ শতাংশ (সারণি ২)।

সারণি ২: তিন চক্রের যাচাই বাছাইয়ে প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন (%)

চক্র	মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটিযুক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন* করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তকরণের সংখ্যা	ত্রুটি সংশোধন করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তকরণের শতকরা হার
২০১৯-২০২০	৬,৮২৩	৪,৯১০	৭১.৯৬
২০২১-২০২২	২,৮৯২	১,৯০২	৬৫.৭৭
২০২৩-২০২৪	২,২৫৯	২,০৯২	৯২.৬১
মোট	১১,৯৭৪	৮,৯০৪	-
*মোট প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ত্রুটিযুক্ত উপকারভোগী বাদ দিয়ে অপেক্ষমান তালিকা হতে নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তকরণ			

৩.৩ বিভিন্ন চক্রের যাচাই বাছাই ও ত্রুটি সংশোধনের কিছু ইতিবাচক প্রভাব

- বিগত তিন চক্রে স্থানীয় প্রশাসন (ইউএনও) এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ২৬টি উপজেলায় সনাক কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ চক্রে ৯৬টি উপজেলার মধ্যে ৫১টি উপজেলায়, ২০২১-২০২২ চক্রে ৫০টি উপজেলার মধ্যে ২২টি উপজেলায়, ২০২৩-২০২৪ চক্রে ৪৯টি উপজেলার মধ্যে ৪০টি উপজেলায় ১০০ শতাংশ ত্রুটি সংশোধন করে নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- টিআইবি'র তিন চক্রের যাচাই বাছাইয়ের ফলে আনুমানিক ৬,৪১০.৮৮ মেট্রিকটন চাল প্রতিস্থাপিত প্রকৃত উপকারভোগী ভোগ করতে পেরেছেন।
- তিন চক্রে ৮,৯০৪ জন প্রতিস্থাপিত উপকারভোগী নারী বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাবলম্বী ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

৪. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগী নির্বাচনে বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ ও অর্জন সত্ত্বেও এক্ষেত্রে নানাবিধ ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। সনাকের সহায়তায় ইয়েস সদস্য কর্তৃক তিনটি চক্রে সর্বমোট ১০১টি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ৯৪৮টি ইউনিয়নের সর্বমোট ৩,৭৭,৪৫৫ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয় এবং সর্বমোট ১১,৯৭৪ জন অনুপযুক্ত উপকারভোগী চিহ্নিত হয়, ফলে অনুপযুক্ত উপকারভোগীর স্থলে অপেক্ষমান তালিকার ৮,৯০৪ জন প্রকৃত উপকারভোগীকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তিন চক্রে উপকারভোগী তালিকার যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ত্রুটি সংশোধনের হার সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক ২০২৩-২০২৪ চক্রে (৯২.৬১ শতাংশ)। তবে তালিকাভুক্তির দুইটি অযোগ্যতার শর্তের মধ্যে 'পূর্বের একটি/দুইটি চক্রে একই সুবিধা পাওয়া' শর্তটি অনেকক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়নি। বর্তমান চক্রে (২০২৩-২০২৪) এই শর্ত পূরণ হয়নি ২.২০ শতাংশ নির্বাচিত উপকারভোগীর ক্ষেত্রে।

উপকারভোগী নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক কার্যকর যাচাই বাছাই ও মনিটরিং এর ঘাটতির কারণে উপকারভোগী নির্বাচনে ত্রুটি দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট কমিটি যাচাই বাছাই সঠিকভাবে না করার পেছনে রয়েছে ঘুষ, রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, ভোট প্রাপ্তির আশা, ইত্যাদি অনিয়ম দুর্নীতি যা ভিডব্লিউবি'র উপকারভোগী নির্বাচনে ত্রুটি অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া Single Registry MIS এর অনুপস্থিতি, কার্যকর যাচাই বাছাই এবং সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে সৃষ্ট ত্রুটি ভিডব্লিউবি কর্মসূচি তথা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা কঠিন হচ্ছে। যাচাই বাছাইয়ের এ ত্রুটির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ আয়ের পরিমাণ উল্লেখ না থাকায় তুলনামূলক স্বচ্ছল নারী উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়া অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ আয়ের পরিমাণ উল্লেখ না থাকায় তুলনামূলক স্বচ্ছল নারী উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। উপরোক্ত ব্যত্যয় বিবেচনা নিয়ে যাচাই বাছাই কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসু করার জন্যে এই কর্মসূচিতে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্যতার শর্তাবলি এবং অন্তর্ভুক্তি ও অগ্রাধিকারের শর্ত বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

৫. সুপারিশমালা

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য নিম্নলিখিত নীতিনির্ধারণী ও দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে:

পরিপত্র সংশোধন সংক্রান্ত

১. অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ ও পরিবারের সর্বোচ্চ মাসিক আয়ের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে এবং তা আবেদন ফরমেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২. ত্রুটিমুক্ত উপকারভোগী নির্বাচনে ওয়ার্ড কমিটিতে নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সম্পৃক্ত করতে হবে।

৩. উপকারভোগীর নামের তালিকায় অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটিতে কারা নিয়োগ পাবে, তাদের যোগ্যতার শর্তাবলি, কর্ম পরিধি, প্রক্রিয়া, প্রতিবেদন দাখিলের মেয়াদ এবং গৃহীতব্য ব্যবস্থাবলি পরিপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে পরিপত্রে তদন্ত কমিটির নিয়োগের শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

সক্ষমতা সংক্রান্ত

৪. কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নে পরিপত্রের আলোকে সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও কমিটি'র সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন ও নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৫. সকল সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়ের মাধ্যমে একক রেজিস্ট্রি এমআইএস (Single Registry MIS) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তা দ্রুত কার্যকর করতে হবে। একক তথ্যভান্ডার তথা এমআইএসে জাতীয় পরিচয়পত্রভিত্তিক জমির মালিকানাসহ আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য সংযুক্ত ও হালনাগাদ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. ইউনিয়নভিত্তিক জাতীয় পরিচয়পত্রসহ দুঃস্থ নারীর তালিকা করতে হবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং এর অনুপাতে ইউনিয়নভিত্তিক ভিডব্লিউবি উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

৭. অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়াকে অধিকতর অভিগম্য ও সহজসাধ্য করতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহকে দুঃস্থ নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

সচ্ছতা ও জবাবদিহি সংক্রান্ত

৮. আবেদন প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)-কে সহজ ও কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে-

- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদেরকে অবহিত করতে হবে, এবং বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে নির্দ্বিধায় অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাদের জন্য যেকোন সহজলভ্য পদ্ধতিতে (অভিযোগ বাক্স, ইমেইল, ওয়েবসাইট, হটলাইন নম্বর ইত্যাদি) অভিযোগ জানানোর সুযোগ প্রদান করতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিয়মিত (প্রতি মাসে) ওয়েবসাইটে/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।

১০. ভিডব্লিউবি যাচাই বাছাইয়ে তৃতীয় পক্ষকে (নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি) সম্পৃক্ত করতে হবে।

১১. পরিপত্র অনুসরণ করে উপকারভোগী নির্বাচন করতে হবে এবং যেসকল এলাকায় ত্রুটি পাওয়া যাবে সেসকল এলাকায় শতভাগ সংশোধনের উত্তম চর্চা অনুসরণ করতে হবে।

১২. উপকারভোগীর চূড়ান্ত তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার সংক্রান্ত

১৩. অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-কে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৪. সকল পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রযোজ্য আচরণগত নীতিমালা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

১৫. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার, প্রণোদনা ও পদোন্নতি দেওয়া সহ বিভিন্নভাবে সুরক্ষা দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে।